বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

‘গ’ ইউনিট

ভর্তি-নির্দেশিকা

বিবিএ প্রোগ্রাম
শিক্ষাবর্ষ ঃ ২০১৭-২০১৮

পরীক্ষার তারিখ ঃ ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭
সকাল ঃ ১০:০০-১১:০০ টা

ভর্তির যোগ্যতা ও প্রাথমিক আবেদনপত্র

১। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে Business Studies / A Level/ Diploma in Business Studies/ Business Management-এ উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা আবেদন করতে পারবে।

২। ২০১৭ সনের উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমতুল্য পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হয়েছে, শুধু তারাই আবেদন করতে পারবে।

৩। ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য ব্যবসায় শিক্ষায় উচ্চ মাধ্যমিক, ডিপ্লোমা-ইন-বিজনেস স্টাডিজ এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় প্রাপ্ত জি.পি.এ.-দ্বয়ের যোগফল অন্তত ৭.৫০ (মাধ্যমিক/সমমান এবং উচ্চমাধ্যমিক বা সমমানের পরীক্ষায় আলাদাভাবে নূন্যতম ৩.৫ থাকতে হবে) আছে কেবল তারা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ডিপ্লোমা-ইন-বিজনেস স্টাডিজ এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ থেকে আগত প্রার্থীদের একাউন্টিং বিষয়টি অবশ্যই থাকতে হবে এবং উক্ত বিষয়ে অন্তত B গ্রেড (গ্রেড পয়েন্ট ৩.০) থাকতে হবে।

৪। জি.সি.ই ‘ও’ লেবেল অন্তত ৫-টি বিষয়ে এবং ‘এ’ লেবেল ২-টি বিষয়ে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। যাদের ‘A’ লেবেলে Business Studies/ Accounting/ Economics/ Mathematics-এর মধ্যে যে কোন একটি বিষয় ছিল, কেবল তারাই আবেদন করতে পারবে। তবে তাদেরকে ‘ও’ লেবেল এবং ‘এ’ লেবেল ৭-টি বিষয়ের মধ্যে ৪টি বিষয়ে কমপক্ষে বি-গ্রেড, ৩টি বিষয়ে কমপক্ষে সি-গ্রেড প্রাপ্ত।

৫। বিদেশ থেকে অন্যান্য ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেট প্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য আবেদন করার পূর্বে বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিনের নিকট অনুমতি চেয়ে আবেদন করবে এবং অনুষদ কর্তৃক সমতা নিরূপণের পর এ অনুমতি পেলেই শুধু সংশ্লিষ্ট প্রার্থী আবেদন করতে পারবে। সমতা নিরূপণের ফি বাবত ভর্তিচ্ছুক প্রার্থীকে ১০০০/- (এক হাজার) টাকা প্রদান করতে হবে। O Level, A Level এবং Cambridge পরীক্ষায় প্রাপ্ত লেটার গ্রেডের পয়েন্ট নিম্নরূপ হবে: A=5.0 B=4.0 C=3.50

৬। (ক) আবেদনকারী DU Admission web site (http://admission.eis.du.ac.bd) থেকে Payslip নিয়ে ৩০/০৮/২০১৭ তারিখের মধ্যে দেশের ৪-টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক (জনতা, সোনালী, অগ্রণী ও রূপালী)-এর যে কোন শাখায় গিয়ে ভর্তি পরীক্ষার ফি ৩৫০.০০ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা ব্যাংকে জমা দিতে হবে। টাকা জমা দেয়ার কমপক্ষে দুই কর্ম দিবস পরে আবেদনকারীকে পুনরায় DU Admission website-এ যেতে হবে। কোন ইউনিটে আবেদনকারীর ব্যাংকে টাকা জমা দেয়ার তথ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌঁছালে তার সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ‘পেমেন্ট’ কলামে একটি সবুজ রঙের টিক চিহ্ন দেখা যাবে এবং আবেদনকারী ৩০/০৮/২০১৭ তারিখ হতে তার উক্ত ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবে। ব্যাংক-এ টাকা জমা না দেয়া হলে আবেদনকারী সংশ্লিষ্ট ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

6.8.2017
ডিন
বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Visit commontarget.net regularly to get latest Education News

ভর্তি পরীক্ষা

৭। ভর্তি পরীক্ষা ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখ (রোজ শুক্রবার) সকাল ১০:০০ টায় অনুষ্ঠিত হবে।

৮। ভর্তি পরীক্ষায় প্রার্থীদের পরীক্ষার স্থান web site ও অন্যান্য মাধ্যমে জানানো হবে।

৯। পরীক্ষা MCQ (Multiple Choice Question) পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। উত্তরদান পদ্ধতি প্রশ্নপত্রের নির্দেশাবলি অংশে বর্ণিত থাকবে। ভর্তি পরীক্ষায় কোন প্রকার Calculator বা তদ্রুপ কিছু ব্যবহার করা যাবে না।

১০। ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর/গ্রেড-এর ভিত্তিতে মেধাস্কোর নির্ধারিত হবে।

১১। মোট ২০০ নম্বরের ভিত্তিতে ছাত্র/ছাত্রীদের মেধা তালিকা তৈরী করা হবে। এজন্য ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে ৬ দিয়ে এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএ-কে ১০ দিয়ে গুণ করে এই দুইয়ের যোগফল ১২০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের সাথে যোগ করে মোট ২০০ নম্বরের উপর ছাত্র/ছাত্রীদের মেধা তালিকা তৈরী করা হবে।

১২। ভর্তি পরীক্ষায় মোট ১০০ প্রশ্নে ১২০ নম্বর থাকবে (১০০×১.২০) এবং পরীক্ষার জন্য ১ (এক) ঘন্টা সময় নির্ধারিত থাকবে। প্রতি পাঁচটি ভুল উত্তর প্রদানের জন্য একটি শুদ্ধ উত্তরের নম্বর কর্তন করা হবে। অর্থাৎ প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.২৪ নম্বর কাটা যাবে।

১৩। পরীক্ষার উদ্দেশ্য হবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্জিত জ্ঞান যাচাই করা। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যক্রমের ভিত্তিতে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা হবে। ভর্তি পরীক্ষার ১২০ নম্বরের বন্টন নিম্নরূপ:

ক) ব্যবসায় শিক্ষা

		নম্বর
বাংলা	(আবশ্যক)	(২০×১.২০) ২৪
ইংরেজি	(আবশ্যক)	(২০×১.২০) ২৪
হিসাববিজ্ঞান	(আবশ্যক)	(২০×১.২০) ২৪
ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ	(আবশ্যক)	(২০×১.২০) ২৪
মার্কেটিং/ ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং	(আবশ্যক)	(২০×১.২০) ২৪
		মোট= ১২০

খ) A Level

English (Compulsory)	30
Advanced English (Compulsory)	30
Business Studies*	30
Accounting*	30
Economics*	30
Total =	120

* Business Studies, Accounting ও Economics এই তিনটির মধ্যে যে কোন দু'টি Section এর উত্তর প্রদান করবে।

মেধাতালিকা প্রকাশ ও করণীয়

১৪। ভর্তি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধাক্রম অনুযায়ী ১২৫০ জন প্রার্থীকে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবে। তবে ইংরেজিতে নূন্যতম ১০ এবং সর্বমোট ৪৮ নম্বর পেতে হবে। ভর্তির উপরোক্ত শর্ত কোটাসহ সকল পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

ভর্তির জন্য নির্বাচিত মোট ১২৫০ জনকে মেধা অনুসারে নিম্নলিখিত ৯-টি (নয়টি) বিভাগে ভর্তির জন্য বিবেচনা করা হবেঃ

ম্যানেজমেন্ট	১৮০ জন
একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেম্স	১৮০ জন
মার্কেটিং	১৮০ জন
ফিন্যান্স	১৮০ জন
ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স**	১৫০ জন
ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম্স	১১৫ জন
ট্যুরিজম এন্ড হস্পিটালিটি ম্যানেজমেন্ট	১১৫ জন
ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস	১১৫ জন
অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ	০৩৫ জন
সর্বমোট=	১২৫০ জন

** *প্রকাশ থাকে যে, এমবিএ-তে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে বিবিএ তে ভর্তি প্রাপ্ত ১৫০ জনের মধ্যে ব্যাংকিং গ্রুপে ১০০ জন এবং ইন্স্যুরেন্স গ্রুপে ৫০ জন বিবিএ পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ভর্তি হওয়ার নীতি অনুসরণ করা হবে।*

১৫। ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় যে সব ছাত্র-ছাত্রী আইন, কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহে ভর্তি হতে ইচ্ছুক, তাদেরকে 'ঘ' ইউনিট-এর ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য 'ঘ' ইউনিটের নির্দেশিকায় পাওয়া যাবে।

১৬। ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে যারা কোটা সুবিধা পেতে চান তাদেরকে সংশ্লিষ্ট ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে ঐ ইউনিটের ডিন অফিস থেকে ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রদর্শন পূর্বক নির্ধারিত ফরম পূরণ করতে হবে এবং তা যথাযথভাবে পূরণ করে উক্ত সময়সীমার মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট ইউনিট অফিস প্রধানের অফিসে জমা দিতে হবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

ভর্তির জন্য চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীকে ফরমের সংগে প্রয়োজনীয় সনদপত্র যথা-মার্কসীট/সার্টিফিকেটের সত্যায়িত ফটোকপি ছাড়াও অন্যান্য যে সব কাগজ জমা দিতে হবে সেগুলো হচ্ছে:

(১) প্রার্থী সর্বশেষ যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে সে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত প্রশংসাপত্র।

(২) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রবেশপত্রের ফটোকপি।

(৩) মাধ্যমিক শ্রেণীর রেজিস্ট্রেশন কার্ডের ফটোকপি এবং ৫ কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি।

(৪) অনলাইন ভর্তি ফরম পূরণের সময় কোটা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দিতে হবে। পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোন নতুন অন্তর্ভূক্তি গ্রহণ করা হবে না।

(৫) পরীক্ষার হলে ক্যালকুলেটার, মোবাইল ফোন বা তদ্রুপ যে কোন ডিভাইস ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

6.8.2017

ডিন
বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Visit commontarget.net regularly to get latest Education News